তারুণ্য বার্তা

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৫ ▌ ১১ জুন ২০২০

করোনা প্রতিরোধে রায়হানের উদ্যোগ

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের ইয়ুথ লিডার ও ভিডিটি সদস্য রায়হান কবিরের নেতৃত্বে চলছে করোনা প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এলাকার মানুষদের যথাযথ স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তিনি। রায়হান তার এলাকাতে সচেতনতামূলক পোস্টার হাতে লিখে দেয়ালে টাঙ্গানো, যথাযথভাবে হাত ধোয়া শেখানো, সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ ও নিরক্ষরদের পড়ে শোনানো ইত্যাদি কাজ অবিরতভাবে করে যাচ্ছেন।

রায়হানের কবিরের ইতিবাচক উদ্যোগ উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন কাজে তাকে যুক্ত করা হয়। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে থেকে উপকারভোগীর তালিকা প্রস্তুতকরণ, ত্রাণ বিতরণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে সারাসরি অংশগ্রহণ করেন।

রায়হান মনে করেন, একমাত্র সচেতনতাই পারে করোনার এ ভয়াল থাবা থেকে জাতিকে বাঁচাতে, আর এর জন্য দরকার মানুষের আচরণগত পরিবর্তন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের এই নিবেদিত কর্মী সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনা থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

গ্রাম সুরক্ষায় লড়ছে তোতা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ইয়ুথ লিডার ওয়াদুদ হোসেন তোতা তার সামাজিক উদ্যোগের দলের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার রাজশাহী সিটি ইউনিটের অন্যতম সক্রিয় এই

সদস্য নিজ গ্রামে মানুষের সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন। করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে নতুনদের সাথে সমন্বয় করে দল গঠন করে কাজ করছেন তিনি। কিশমত গণকৈড় ইউনিয়ন পরিষদ, উজাল খলসী, দুর্গাপুর, রাজশাহীর বাসিন্দা ওয়াদুদ হোসেন তোতা। নিজের গ্রামে গিয়ে এলাকার শিশুদের মাঝে হাত ধোঁয়ার উপকারিতা, সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোঁয়ার নিয়ম, হাঁচি বা কাশির সময় করণীয় এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সঠিকভাবে হাত ধোঁয়া নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কার্যক্রমের প্রথম দিনেই ১২ জন শিশু উপস্থিত হয়। প্রথমে তাদের সবার মাস্ক এবং সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করা হয়। কার্যক্রমটিতে প্রথমে শিশুরা অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তীতে কিশোর-কিশোরী এবং এলাকার বয়োজেষ্ঠদের যুক্ত করা হবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

প্রতিবেদন: নূরে ফজিলাতুন নেসা, রাজশাহী

খালিদের নেতৃত্বে নির্মিত হল নতুন ঘর

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের তাণ্ডবে ভেঙ্গে পড়ে সিরাজ গাজীর একমাত্র বসবাসের মাটির ঘরটি। ডুমুরিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের মধুগ্রামের ক্ষুদ্র কাঁচামাল ব্যবসায়ী সিরাজের একার পক্ষে ঘর মেরামত করা ছিল অসম্ভব। সিরাজের দুঃখ লাঘব করতে গত ৯ জুন এগিয়ে আসেন ইয়ুথ লিডার মাহবুবুল আলম খালিদ।

স্থানীয় আট জন ইয়ুথ লিডারের সংগ্রহ করা অর্থে ও সহযোগিতায় ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছটি কেটে নতুন করে নির্মাণ করেন ঘর। শুধু

সিরাজের ঘর নির্মাণে নয়, খালিদের উদ্যোগ থেমে নেই গ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে। খালিদ বলেন, 'তরুণরা যদি না জেগে উঠে তবে অমানিশার ঘোর কখনও কাটবে না। তাই আমরা সবাইকে নিয়ে সক্রিয় রয়েছি মানুষের পাশে'।

উল্লেখ্য, ইয়ুথ এন্ডিং বাংলাদেশের স্বেচ্ছাব্রতী সদস্য হিসেবে খালিদদের মতো আরও অনেক তরুণ পুরো ডুমুরিয়া উপজেলায় সক্রিয় রয়েছে। তারা নিজেদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে নানামুখী কার্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন: অধীশ দাশ, যশোর

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

yeh.bd@thp.org
yeh.thpbd.org | thpbd.org
facebook.com/YEHBD
হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬